ছাহাবা চরিত

লাবীদ বিন রাবী'আহ (রাঃ)

-নূরুল ইসলাম*

ভূমিকাঃ

কবি লাবীদ (রাঃ) ছিলেন প্রাচীন আরবী কাব্যগগণের নীলাভ আকাশের এক অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র। আরবী সাহিত্য মর্যাদার শৈলচূড়ায় অধিষ্ঠানের পশ্চাতে যে সকল কবি ও সাহিত্যিকের অকৃত্রিম চেষ্টা-সাধনা এবং কার্যকর অবদান রয়েছে, কবি লাবীদ (রাঃ) ছিলেন তাদের অন্যতম। জাহেলী যুগে সাব'আহ মু'আল্লাক্বার অন্যতম কবি হিসাবে যেমন তাঁর সুখ্যাতি দিগন্তবিস্তৃত, তেমনি একজন ছাহাবী কবি হিসাবেও তিনি সুপরিচিত। কবিতায় কুরআনী ভাবধারাকে উপজীব্য করে কাব্য রচনা করে ছাহাবী কবিগণের মধ্যে তিনি এক বিশেষ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে আছেন।

জন্ম ও বংশীয় ঐতিহ্যঃ

তাঁর উপনাম আবু আকীল। পুরা নাম লাবীদ বিন রাবী'আহ আল-আমেরী। তবে তিনি কাব্যজগতে লাবীদ নামেই সুপরিচিত। তিনি আনুমানিক ৫৩১ মতান্তরে ৫৬০ খৃষ্টাব্দে আরব দেশের বিখ্যাত 'আমের' গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন।[১] তাঁর বংশধারা নিম্নরূপঃ লাবীদ বিন রাবী'আহ বিন আমের বিন মালেক বিন জা'ফর বিন কেলাব বিন রাবী'আহ বিন আমের বিন ছা'ছা'আ আল-কেলাবী আল-জা'ফরী।[২]

লাবীদ (রাঃ)-এর বংশীয় ঐতিহ্য ছিল অত্যন্ত গৌরবময়। তাঁর বাপ-চাচা সকলেই ছিলেন তৎকালীন সময়ের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব। তাঁর পিতা রাবী'আহ খুবই উদার ও দানশীল ছিলেন। ছিলেন অসহায়দের আশ্রয়স্থল। এজন্য তাকে বলা হ'ত 'অতিথিবৃন্দের বসন্তকাল' (ربيع المقترين)।[৩] তাঁর চাচা তুফায়ল ছিলেন নামকরা ঘোড় সওয়ার ও লুটেরা বীর। অপর এক চাচা ছিলেন খুবই সাহসী বীর ও যোদ্ধা। এজন্য তাকে 'তীর নিয়ে খেলাধূলাকারী/বর্শাবাজ' (ملاعب الاسنة) অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়েছিল। অপর চাচা মু'আবিয়া (রাঃ) ছিলেন খুবই জ্ঞানী, বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। এজন্য তাঁকে বলা হ'ত 'জ্ঞানীদের কেন্দ্রবিন্দু' (معوذ الحكماء)।[৪] তাঁর মা আরবের অপর এক বিখ্যাত 'আবস' গোত্রের খ্যাতনাম্নী মহিলা। তাঁর মায়ের নাম আমেরা বিনতে যামবা আল-'আবসিয়াহ।[৫] ফলে লাবীদ (রাঃ)-এর ধমনীতে আরবের দু'টি সুপ্রসিদ্ধ গোত্রের রক্তধারা প্রবাহমান ছিল।

বাল্যজীবনঃ

লাবীদ (রাঃ)-এর বাল্যকাল সম্পর্কে ততটা বিস্তৃত বিবরণ জানা যায় না। তবে তাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়েছিল বেশ অনুকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে। ফলে বাল্যকাল হ'তেই দান-খয়রাত আর শৌর্য-বীর্যের আদর্শ তাঁর মনোজগতে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রাণবন্ত বালক লাবীদ সুখে-দুঃখে, বিরোধ-সংগ্রামে তাঁর দিন যাপন করেন।[৬]

কাব্য প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশঃ

লাবীদ (রাঃ) ছিলেন জন্মগত এবং আরবী সাহিত্যের চারণ কবি। কৈশোরেই তাঁর প্রতিভার বিকাশ শুরু হয়। অল্প বয়সেই তাঁর মানসপটে কাব্যধর্মী আচার-আচরণ, কাব্যানুরাগ, কবিসুলভ ভাব-ভঙ্গি এবং সুপ্তচেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বাল্যাবস্থায় তাঁর সম্পর্কে তৎকালীন পণ্ডিত নাবেগা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন 'এ বালক এককালে হাওয়াযিন গোত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করবে'। পরবর্তীকালে তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। প্রকৃতই তিনি ছিলেন চারণ কবি। তাঁর প্রথম জীবনের একটি ঘটনা এর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।[৭] ঘটনাটি নিম্নরূপঃ

লাবীদ (রাঃ)-এর মামার গোত্র 'বনু আবস' আর তাঁর নিজের গোত্র 'বনু আমের'-এর মধ্যে সদ্ভাব ছিল না। 'বনু আবস' গোত্রের সর্দার কবির মামার রাবী বিন যিয়াদ হিরারাজ আবু কাবুস তৃতীয় নু'মানের সভাষদ ছিলেন। তিনি বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে নু'মানের কাছে কবির বংশ 'আমের' গোত্রের নিন্দাবাদ করতেন। একবার বনু 'আমের' গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ হীরারাজ আবু কাবুস তৃতীয় নু'মানের রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ লাভ করেন এবং রাজার নিকট যোগ্য সমাদর লাভ করেন। কিন্তু তাদের প্রত্যাবর্তনের পর রাবী বিন যিয়াদ ক্রোধবশতঃ 'আমের' গোত্রের বিরুদ্ধে রাজার মনকে বিষাক্ত করে দেন। পরবর্তী কোন এক সময়ে 'আমের' ও 'আবস' গোত্রদ্বয়ের প্রতিনিধিবর্গ একত্রে রাজদরবারে উপস্থিত হওয়ার আমন্ত্রণ লাভ করলে। নু'মান 'আমের' গোত্রের প্রতিনিধিদের

---

* আলিম ফলপ্রার্থী, নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

১. মোঃ আবুল কাসেম ভূঞা, সাহাবীদের (রাঃ) কাব্যচর্চা (ঢাকাঃ মদীনা পাবলিকেশন্স, ১৯৯৭ ইং), পৃঃ ১২৩।

২. ইবনে হাজার আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিইয়াহ, তাবি), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ৪।

৩. আব্দুল জলীল, কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৫ ইং), পৃঃ ৫২। গৃহীতঃ ইবনে কুতায়বা, কিতাবুশ শি'র ওয়াশ-শু'আরা, পৃঃ ১৪৮।

৪. ডঃ শাওকী যাইয়েফ, তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী (কায়রোঃ দারুল মা'আরিফ, ১৩তম সংস্করণঃ ১৯৯২ইং), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৯।

৫. ঐ, পৃঃ ৮৯।

৬. মোঃ শহীদুল্লাহ, প্রাচীন আরবী কবিতা (কলকাতাঃ প্রকাশনালয়ের নামবিহীন, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ), পৃঃ ১২০-১২১।

৭. সাব'আয়ে মু'আল্লাকাত, অনুবাদঃ হাফেয মাওলানা মোঃ আবু আশরাফ (ঢাকাঃ দারুল উলূম পাবলিকেশান্স, ১৯৮৩ ইং), পৃঃ ২৪৯।

http://islaminonesite.wordpress.com

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা হ'তে বিরত থাকেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তারা অপমানিত বোধ করে রাজদরবার হ'তে প্রত্যাবর্তন করেন। তারপর 'আবস' গোত্রের নেতা রাজার সহচর রাবীকে অপদস্ত করার উদ্দেশ্যে 'আমের' গোত্রের প্রতিনিধিবর্গ কবির পিতৃব্য আবু বারা-এর নেতৃত্বে পুনর্বার রাজদরবারে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সেই সময় লাবীদ (রাঃ) নিজেকে সেই দলের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পীড়াপীড়ি করে বলেন যে, তিনি ব্যঙ্গোক্তির মাধ্যমে ঐ রাবীকে অপদস্থ করে দিবেন। একথা শ্রবণ করে তাঁর পিতৃব্য তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা রচনার দক্ষতার পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাঁর সম্মুখস্থ একটি ঘাসের উপর কবিতা রচনা করতে বলেন।[৮] তৎক্ষণাৎ তিনি একটি কবিতা রচনা করে ফেলেন। কবিতাটির অনুবাদ নিম্নরূপঃ

'এই তৃণটি অগ্নি জ্বালাতে অক্ষম, ঘর নির্মাণে কভু নয় সক্ষম। প্রতিবেশীকে আনন্দ দানে ব্যর্থ, কারো কল্যাণ সাধনে নেই সামর্থ্য। শাখা-প্রশাখার হয় না ব্যবহার; যার খড়ির নেই কোন সমাদর। ডাল-পালা যার ক্ষুদ্র অতিশয়; খুব সহজে তৃণটি বিনষ্ট হয়'।[৯] এটি লাবীদ (রাঃ)-এর সর্বপ্রথম রচিত কবিতা।

তারপর লাবীদ (রাঃ) তাঁর পিতৃব্য সমভিব্যাহারে নু'মানের দরবারে উপস্থিত হয়ে একটি নাতিদীর্ঘ ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে তাঁর নিজের গোত্র বনু আমেরের প্রশংসা কীর্তন করেন এবং শেষের তিন ছত্রে রাবী বিন যিয়াদের বদ অভ্যাসের বর্ণনা দান করে তাকে রাজ সমক্ষে যারপর নাই হেয় প্রতিপন্ন করেন। ফলে রাবী বিন যিয়াদ সহ 'বনু আবস'-এর প্রতিনিধিগণ চরম অপমানিত হয়ে রাজদরবার ত্যাগ করেন। তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটে এবং 'বনু আমের'-এর প্রতিনিধিবর্গের সম্মান বৃদ্ধি পায়। আর লাবীদ (রাঃ)-এর কবিখ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যপ্ত হয়ে যায়।[১০]

অতঃপর তিনি খণ্ড ও গীতিকবিতা রচনা করতে থাকেন। কিন্তু বিষয়টি প্রথম প্রথম গোপন রাখতেন। এমনিভাবে একদিন যখন তিনি মু'আল্লাক্বাহ রচনা করে জনসমক্ষে প্রকাশ করলেন, তখন থেকেই গোত্র ও চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।[১১] এভাবে তিনি গোত্রের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন।

ইসলাম গ্রহণঃ

লাবীদ (রাঃ) যখন কবিখ্যাতির শিখরে আরোহণ করেছিলেন, প্রাক-ইসলামী কাব্যজগতে যখন তাঁর সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল আর তিনি আরব্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধারক ও বাহক রূপে পরিচিত ছিলেন, সেই সময় তাঁর নিকট ইসলাম ধর্মের আহ্বান আসে। প্রায় শতবর্ষ বয়সে কবি লাবীদ (রাঃ) তাঁর গোত্রের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে সঙ্গে নিয়ে মদীনায় গমন করে রাসূল (ছাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে তিনি কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের আবৃত্তি শ্রবণ করেন- 'তারাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে, কাজেই তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, আর তারা সুপথগামীও নয়। তাদের উপমা ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করল, তা যখন তার চতুর্দিক আলোকিত করল, তখন আল্লাহ তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন, আর তাদের ফেলে দিলেন ঘোর অন্ধকারে, যেন তারা কিছুই দেখতে না পায়। তারা বধির, মূক ও অন্ধ। সুতরাং তারা আর ফিরবে না। অথবা তাদের উপমা আকাশ হ'তে মুষলধারে বারি বর্ষণের ন্যায়, যাতে থাকে অন্ধকার, বজ্রধ্বনি ও বিদ্যুৎ চমক। তারা বজ্রধ্বনি শ্রবণে মৃত্যুভয়ে তাদের কর্ণকুহরে আঙ্গুল প্রবিষ্ট করায়। আর আল্লাহ সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিবেষ্টন করে আছেন। বিদ্যুৎ চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি প্রায় অপহরণ করে নেয়, যখনই বিদ্যুতালোক তাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়, তখন তারা সেই আলোতে পথ চলতে থাকে আর যখন তারা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যায়, তখন তারা সম্যক দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহ'লে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি হরণ করতেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়েই সর্বশক্তিমান। হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত কর, যিনি তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তী ব্যক্তিদের সৃষ্টি করেছেন। যাতে তোমরা সংযমী হও' *(বাক্বারাহ ১৬-২১)*।

কুরআন শরীফের অনুপম ভাষা, অপূর্ব অলংকারিক সৌন্দর্য, অপরূপ অর্থ ব্যঞ্জনা আর অসাধারণ প্রকাশ ক্ষমতা লাবীদ (রাঃ)-কে এমনভাবে সম্মোহিত করে তুলেছিল যে, তখন তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর হস্তে পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে ধন্য হন।[১২]

উল্লেখ্য, বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও গবেষক হান্না আল-ফাখূরীর ভাষ্য মতে, লাবীদ (রাঃ) আনুমানিক ৬২৯ খৃষ্টাব্দে ইসলাম গ্রহণ করেন।[১৩]

এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের বিকাশঃ

ইসলাম গ্রহণের পর কবি লাবীদ (রাঃ)-এর জীবনে আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। তিনি নিজেকে এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের প্রতিভূ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সম্পর্কে মোঃ শহীদুল্লাহ বলেন, 'ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি হয়ে উঠলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলমান। ইসলাম ধর্মের মহান শিক্ষা ও উন্নত আদর্শ তাঁর মনে-প্রাণে সংস্থিত হয়েছিল। তখন থেকে তিনি মহত্তম অনুভূতির উপর ভিত্তি করে সব কিছুই পরিশীলিত ভাবে অনুভব করেছেন। ফলে ব্যক্তি অপেক্ষা বোধ তাঁর নিকট বৃহৎ বলে প্রতীত হয়েছে। তিনি

৮. প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২১-১২২।
৯. আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী (বৈরুত-লেবাননঃ দারুল মা'রেফাহ, চতুর্থ সংস্করণঃ ১৪১৮ হিঃ/১৯৯৭ ইং), পৃঃ ৫৪।
১০. প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২২।
১১. যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ৫৪; তারীখুল আদাবিল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯০ পৃঃ।
১২. প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৩-১২৪।
১৩. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী (প্রকাশনার স্থানের নাম নেই, আল-মাকতাবাতুল বুলীসিয়া, তাবি), পৃঃ ১৮৫।

http://islaminonesite.wordpress.com

যা কিছু ক্ষয়কে ছাড়িয়ে অক্ষয়ে পর্যবসিত, সেই সবের প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হয়েছেন। ইসলাম ধর্ম এই বর্ষিয়ান কবির মানসলোকে এমন গভীর রেখাপাত করেছিল যে, ছন্দোময়, ব্যঞ্জনাময়, লালিত্যময় কুরআন শরীফ পাঠ করার পর তাঁর হৃদয় এক স্বর্গীয় জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছিল। অনেকের মতে তখন হ'তে তিনি একরূপ কাব্যচর্চা ত্যাগ করে কুরআন চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, সেই শতাধিক বৃদ্ধ বয়সেও তিনি সমগ্র কুরআন কণ্ঠস্থ করেছিলেন'।[১৪]

কথিত আছে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একটিমাত্র কবিতা রচনা করেন। আর তা হ'ল-

مَاعَاتَبَ الْمَرْءُ اللَّبِيْبُ كَنَفْسِه + وَالْمَرْءُ يُصْلِحُهُ الْجَلِيْسُ الصَّالِحُ

'জ্ঞানী ও সম্মানিত ব্যক্তিকে তার বিবেকের ন্যায় আর কিছুই এত ভর্ৎসনা করে না। আর সৎসঙ্গই পারে মানুষকে সংশোধন করতে'। অবশ্য কারো মতে সে কবিতা হ'ল-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَمْ يَأْتِيْنِىْ أَجَلِىْ + حَتّٰى لَبِسْتُ مِنَ الْإِسْلَامِ سَرْبَالاً

'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে ইসলামের ভূষণ পরিধান করার পূর্বে মৃত্যু দান করেননি'।[১৫]

দ্বিতীয় খলীফা ওমর (রাঃ) কাব্যজগতে ইসলামের প্রভাব কিরূপ তা জানার জন্য কবিদের প্রতি নতুন কবিতা পাঠাবার আদেশ জারি করলে লাবীদ (রাঃ) তার উত্তরে কুরআন মাজীদের কয়েকটি আয়াত উপস্থিত করে বলেন, 'যাবতীয় কবিতাই মিটমিটে প্রদীপ আর আল্লাহর কালামই যথার্থ তেজপূর্ণ সূর্য'।[১৬] এ প্রসঙ্গে R.A. Nicholson বলেন, "On accepting Islam he abjured poetry saying God has given me the koran in exchange for it." অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তিনি কবিতা লেখা ত্যাগ করেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ কবিতার পরিবর্তে আমাকে কুরআন দিয়েছেন'।[১৭]

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, তবে তিনি ইসলাম গ্রহণের পরও বেশ কিছু ধর্মীয় ভাবধারাপুষ্ট কবিতা রচনা করেছেন। আরবী ভাষা ও সাহিত্যের গবেষক চার্লস ব্রকেলম্যান এর মতে, লাবীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁর অবশিষ্ট জীবনের ৩০ বৎসর ধরে কাব্য সাধনা করেছিলেন।[১৮]

লাবীদ (রাঃ)-এর কাব্যে ইসলামী ভাবধারাঃ

ইসলাম গ্রহণের পর লাবীদ (রাঃ) যে সমস্ত কবিতা রচনা করেছেন, সেগুলি ইসলামী ভাবধারা ও মূল্যবোধের প্রকৃষ্ট দলীল। বিষয়টি স্পষ্টভাবে বুঝানোর জন্য নিম্নে কিছু কবিতার চরণ ও অনুবাদ পেশ করা হ'ল-

১৪. *প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৪-১২৫।*
১৫. *আল-ইছাবাহ ৬/৪ পৃঃ।*
১৬. *শাইখ শরফুদ্দীন, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, প্রাচীন যুগ (ঢাকা -১ঃ হালীমা বেগম ২/এ, মুনীর হোসেন লেন, ১৯৮১ ইং), পৃঃ ৬১।*
১৭. *R.A. Nicholson, A Literary History of the Arabs (London: Cambridge University press, 1969), p. 121.*
১৮. *প্রাচীন আরবী কবিতা, পৃঃ ১২৫, ফুটনোট ১ দ্রষ্টব্য। গৃহীতঃ A.J. Arberry, The Seven Odes, P. 122.*

وَمَا الْمَرْءُ إِلاَّ كَالشِّهَابِ وَضَوْئِه + يَحُوْرُ رَمَاداً بَعْدَ مَاهُوَ سَاطِعُ
وَمَاالْمَالُ وَالْأَهْلُوْنَ إِلاَّ وَدَائِعُ + وَلاَ بُدَّ يَوْمًا اَنْ تَرُدَّ الْوَدَائِعُ
وَمَاالنَّاسُ إِلاَّ عَامِلاَنِ: فَعَامِلٌ + يَتَبَرَّمَا يُبْنَى وَآخِرُ دَافِعُ

কাব্যানুবাদঃ 'মানুষ উজ্জ্বল উল্কার ন্যায়
চমকানোর পরপরই ভস্মে পরিণত হয়।
ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমানত বৈ আর কিছুই নয়,
নিশ্চয়ই আমানত একদিন ফেরত দিতেই হবে।
সকল মানুষ কাজ করে যাচ্ছে, কিন্তু দু'ভাবে;
এক শ্রেণী ধ্বংসের জন্য কাজ করে,
আর একদল প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে'।[১৯]

إِنَّ تَقْوَى رَبِّنَا خَيْرُ نَفَلْ + وَبِاذْنِ اللّٰهِ رِيْثِىْ وَعَجَلْ
اَحْمَدُ اللّٰهَ فَلاَ نِدَّ لَهُ + بِيَدَيْهِ الْخَيْرُ مَاشَاءَ فَعَلْ
مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الْخَيْرِ اهْتَدَى + نَاعِمَ الْبَالِ وَمَنْ شَاءَ اَضَلّ
فَاكْذِبِ النَّفْسَ إِذَا حَدَّثْتَهَا + إِنَّ صِدْقَ النَّفْسِ يُزْرِىْ بِالْأَمَلْ
غَيْرَ اَنْ لاَ تَكْذِبَنَّهَا فِى التُّقَى + وَاخْزُهَا بِالبِرِّ، لِلّٰهِ الْأَجَلّ

অনুবাদঃ 'নিশ্চয়ই আল্লাহভীতিই উত্তম পুরস্কার। আমার মন্থরতা ও দ্রুততা সবই আল্লাহর হুকুমে। আমি আল্লাহর প্রশংসা করছি, তাঁর কোন শরীক নেই। কল্যাণের চাবিকাঠি তাঁরই হাতে। তিনি যা চান, তাই করেন। যাকে তিনি কল্যাণ ও মঙ্গলের পথ প্রদর্শন করেন, সে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের পথ খুঁজে পায়। আর যাকে তিনি চান, পথভ্রষ্ট করেন। তাই নফস ও কুপ্রবৃত্তি যখন তোমাকে কোন কানকথা বলবে, তখন তুমি তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত কর। কারণ নফস ও প্রবৃত্তিকে সত্য বলে প্রশ্রয় দিলে তা মানুষকে লোভ-লালসার দোষে দুষ্ট করে তোলে। তবে আল্লাহভীতির ব্যাপারে তুমি তাকে (নফস) মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত কর না। আর নেক কাজ করার ব্যাপারে তার সাথে কঠোরতা অবলম্বন কর। সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা আল্লাহরই জন্য'।[২০]

إِنَّمَا يَحْفَظُ التُّقَى الْأَبْرَارُ + وَإِلَى اللهِ يَسْتَقِرُّ الْقَرَارُ
وَإِلَى اللهِ تَرْجِعُوْنَ وَعِنْدَ اللـ + ـهِ وِرْدُ الْأُمُوْرِ وَالْإِصْدَارُ
كُلُّ شَىْءٍ اَحْصَى كِتَابًا وَّعِلْمًا + وَلَدَيْهِ تَجَلَّتِ الْأَسْرَارُ
إِنْ يَكُنْ فِى الْحَيَاةِ خَيْرٌ فَقَدْ أَنْ + ظِرْتُ لَوْ كَانَ يَنْفَعُ الْإِنْظَارُ
عِشْتُ دَهْرًا وَلاَيَدُوْمُ عَلَى الْأَىِّ + امِ إِلاَّ يَرَمْرَمُ وَتَعَارُ

অনুবাদঃ 'তাক্বওয়া-পরহেযগারী একমাত্র নেককার লোকেরাই সংরক্ষণ করে রাখে। আর আল্লাহর নিকটই রয়েছে আরাম-আয়েশ ও শান্তি লাভের স্থান। আল্লাহর

১৯. *আ.ত.ম. মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস (ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, তৃতীয় প্রকাশঃ জুন ১৯৯৫), পৃঃ ৭৯-৮০।*
২০. *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯৫ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তন করবে। আল্লাহ্র নিকট সকলকে হাযির হ'তে হবে। লেখনী ও জ্ঞানের দ্বারা তিনি সবকিছুকেই হিসাব করে রেখেছেন। সকল গোপন বিষয় তাঁর কাছে (দিবালোকের ন্যায়) পরিষ্কার। আমার জীবনে যদি মঙ্গল ও কল্যাণ সাধিত হয়, তাহ'লে আমাকে তো অবকাশ দেওয়া হয়েছে। যদি অবকাশ দান কোনরূপ উপকার করতে পারত, তাহ'লে আমি এক যুগ ধরে জীবন যাপন করতাম। 'ইয়ারামরাম' ও 'তি'আর' পর্বতদ্বয় ছাড়া আর কিছুই স্থায়ী থাকে না'।[২১]

লাবীদ (রাঃ)-এর এমনিতরো ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কবিতা সম্পর্কে বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক ও গবেষক ডঃ শাওকী যাইয়েফ বলেন,

وَعَلَى هَذَا النَّحْوِ يَظَلُّ لَبِيْدٌ بِشِعْرِهِ الْإِسْلَامِيْ مُسْتَمْسِكًا بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى زَاجِرًا عَنِ الدُّنْيَا وَخُدَعِهَا دَاعِيًا إِلَى أَنْ يَكُفَّ الْإِنْسَانُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَمُرَغِّبًا لَهُ فِي الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ حَتَّى يَغْتَنِمَ بَقِيَّةَ أَجَلِهِ بِخَيْرِ عَمَلِهِ-

'এমনিভাবে লাবীদ (রাঃ) তাঁর ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কবিতায় ইসলামী মূলনীতির অনুসরণ করে দুনিয়ার মোহজাল ও ধোঁকায় নিপতিত না হয়ে মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন এবং পুণ্য ও নেক কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, যাতে সৎ আমল দ্বারা মানুষের পরবর্তী জীবন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়'।[২২]

লাবীদ (রাঃ)-এর কাব্যে কুরআনী ভাবধারাঃ

ইসলাম গ্রহণের পর লাবীদ (রাঃ) সর্বদাই কুরআন তেলাওয়াত করতেন। ফলে কুরআনের ভাব ও বিষয়বস্তু তাঁর অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এর ফলশ্রুতিতে তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতাগুলোতে কুরআন মাজীদের মর্মার্থ ব্যক্ত হয়েছে সুনিপুণভাবে। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু পংক্তি উদ্ধৃত করা হ'লঃ

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلَا اللهُ بَاطِلُ + وَكُلُّ نَعِيْمٍ لَامَحَالَةَ زَائِلُ

وَكُلُّ أُنَاسٍ سَوْفَ تَدْخُلُ بَيْنَهُمْ + دُوَيْهِيَةٌ تَصْفَرُّ مِنْهَا الْأَنَامِلُ

'আল্লাহ ব্যতীত সবকিছুই ধ্বংসশীল এবং সকল নে'মত অবশ্যই একদিন বিলুপ্ত হবে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে অতিসত্বর এমন মৃত্যু প্রবেশ করবে, যার কারণে অঙ্গুলির অগ্রভাগ হলুদ বর্ণ ধারণ করবে'।

এখানে প্রথম পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

'ভূপৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর, অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, যিনি মহিমাময় মহানুভব' (আর-রহমান ২৬-২৭)-এর মর্ম এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ 'প্রত্যেক আত্মাকেই মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে' (আনকাবূত ৫৭)-এর মর্ম।[২৩]

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, লাবীদ (রাঃ)-এর প্রথম পংক্তিটি সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) বলেন- أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ كَلِمَةُ لَبِيْدٍ: أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَاخَلَا اللهُ بَاطِلُ 'আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল' কবি লাবীদ -এর এ কথাটি অতীব সত্য কথা।[২৪]

(٢) لِلّٰهِ نَافِلَةُ الْأَجَلِّ الْأَفْضَلِ + وَلَهُ الْعُلَا وَأَثِيْثُ كُلِّ مُؤَثَّلِ

لَايَسْتَطِيْعُ النَّاسُ مَحْوَ كِتَابِهِ + أَنَّى وَلَيْسَ قَضَاؤُهُ بِمُبَدَّلِ

'আল্লাহ্র জন্যই সকল সম্মান ও মর্যাদা। তাঁরই জন্য সকল মাহাত্ম্য এবং যে গন্তব্যে পৌঁছে তার চলার পথটুকুও আল্লাহ্র। মানুষ তার ভাগ্যলিপিকে মিটিয়ে দিতে পারে না। আর কিভাবে সে তা পারবে? তাঁর (আল্লাহ্র) ফায়ছালা যে পরিবর্তন হবার নয়'।

এখানে দ্বিতীয় বয়তের প্রথম চরণে وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا 'সবকিছুই আমি সংরক্ষণ করেছি লিখিতভাবে' *(নাবা ২৯)* এবং দ্বিতীয় চরণে وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَرًا مَقْدُوْرًا *'আর আল্লাহ্র বিধান সুনির্ধারিত' (আহযাব ৩৮)* ও وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ 'তিনি যখন কোন কাজ করতে ইচ্ছা করেন তখন তাকে বলেন, হও, অমনি তা হয়ে যায়' (বাক্বারাহ ১১৭)-এর প্রতিফলন ঘটেছে।[২৫]

লাবীদ (রাঃ)-এর চরিত্রের বিশেষ দিকঃ

কবি লাবীদ (রাঃ) ব্যক্তিগত জীবনে একজন শ্রেষ্ঠ দাতা ছিলেন। জাহেলী যুগে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যখনই পূবালী বাতাস প্রবাহিত হবে, তখনই তিনি দরিদ্রদের আহার করাবেন। ইসলাম গ্রহণের পরও তিনি এ প্রতিজ্ঞা পূরণে সচেষ্ট ছিলেন।[২৬] কবির দানশীলতা ও দয়া-দাক্ষিণ্যতা সম্পর্কে কবি স্বীয় মু'আল্লাক্বায় বলেছেন-

وَجَزُوْرِ أَيْسَارٍ دَعَوْتُ لِحَتْفِهَا + بِمَغَالِقٍ مُتَشَابِهٍ أَجْسَامُهَا

أَدْعُوْ بِهِنَّ لِعَاقِرٍ أَوْمُطْفِلٍ + بُذِلَتْ لِجِيْرَانِ الْجَمِيْعِ لِحَامُهَا

فَالضَّيْفُ وَالْجَارُ الْجَنِيْبُ كَأَنَّمَا + هَبَطَا تَبَالَةَ مُخْصِبًا أَهْضَامُهَا

تَأْوِيْ إِلَى الْأَطْنَابِ كُلُّ رَذِيَّةٍ + مِثْلِ الْبَلِيَّةِ قَالِصٍ أَهْدَامُهَا

وَيُكَلِّلُوْنَ إِذَا الرِّيَاحُ تَنَاوَحَتْ + خُلُجًا تُمَدُّ شَوَارِعًا أَيْتَامُهَا

২১. কবি ও কবিতা সম্পর্কে রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের মনোভাব, পৃঃ ৫৮-৫৯।
২২. *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯৫ পৃঃ।*
২৩. *ঐ, পৃঃ ৯৩-৯৪।*
২৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত-আলবানী হা/৪৭৮৬ 'বক্তৃতা ও কবিতা' অনুচ্ছেদ।
২৫. *তারীখুল আদাবিল আরাবী, আল-আছরুল ইসলামী ২/৯৫ পৃঃ।*

http://islaminonesite.wordpress.com

অনুবাদঃ 'আমি বহু বাজী-খেলোয়াড়দের আহ্বান করেছি তাদের পরস্পর সাদৃশ্যবিশিষ্ট তীরের সাহায্যে (নির্ধারিত) উষ্ট্রী যবেহ্ করার উদ্দেশ্যে।

বন্ধুজনকে আমি অনুরূপ তীরসহ আহ্বান করেছি বন্ধ্যা কিংবা সন্তানবতী উষ্ট্রী যবেহ্ করে তার গোশত পড়শীদের মধ্যে মুক্ত হস্তে বিরতণ করে দেওয়ার জন্য।

সুতরাং অতিথি-অভ্যাগত, নিকট কিংবা দূরের সব পড়শী তাবালায় (ইয়ামানের অন্তর্গত একটি শস্য-শ্যামল উপত্যকা) উপনীত হয়েছে গোশত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে।

মরণোন্মুখ উষ্ট্রীর মত শীর্ণ-কায়া ও জীর্ণ-বস্ত্র রমণীরা আমার গৃহের চতুর্দিকে আশ্রয় লাভ করে।

আর বিভিন্নমুখী বাতাস প্রবাহের সময় তাদের বৃহদাকার পানপাত্রগুলি (ঝোল ও গোশত দিয়ে) এমনভাবে পরিপূর্ণ করে দেওয়া হ'ত যে, মনে হ'ত দরিদ্র ব্যক্তিরা নদীর ঘাটে সন্তরণ করে বেড়াচ্ছে'। অর্থাৎ শীতকালে ও অন্য ঋতুতে দুর্ভিক্ষের সময় আমি অভাবগ্রস্থ ব্যক্তিদের বড় বড় থালায় ঝোল ও গোশত এমনভাবে কানায় কানায় ভর্তি করে খাওয়াই মনে হয় যেন কোন নদীর ঘাটে ছেলেরা সাঁতার কাটছে।

এখানে থালার ঝোল নদীর পানিতুল্য আর তাতে ভাসমান গোশত সাঁতারতুল্য।[২৭]

২৬. *ত্বা-হা হুসাইন, হাদীছুল আরবি'আ (মিসরঃ দারুল মা'আরিফ, ১২তম সংস্করণ, তাবি), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০।*

২৭. *আয-যাওয়ানী, শারহুল মু'আল্লাক্বাতিস সাবয়ে* (বেরুত-লেবাননঃ দারু মাকতাবাতিল হায়াত, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ ইং), *পৃঃ ১৮৮-১৯০।*

শেষ জীবন ও ইন্তেকালঃ

হযরত ওমর ফারূক (রাঃ)-এর খেলাফতকালে কূফা শহর আবাদ হ'লে তিনি সেখানে গমন করেন এবং কূফাকে স্থায়ী নিবাস হিসাবে বেছে নেন এবং আমৃত্যু সেখানে অবস্থান করেন। অবশেষে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতের প্রথম দিকে মতান্তরে শেষ দিকে ৪১ হিজরী/৬৬১ খৃষ্টাব্দে ১৪৫ বৎসর বয়সে সুদীর্ঘ জীবনের ব্যাথাবিক্ষুব্ধ মুহূর্তগুলিকে শান্ত সহনশীলতায় স্বীকার করে কূফা শহরে এক দুর্লভ প্রশান্তির মধ্য দিয়ে ইহলীলা সংবরণ করেন এবং তথায় এক ভাব গম্ভীর ধর্মীয় পরিবেশে মহাশান্তিতে চিরসমাহিত হন।[২৮]

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, কাব্য প্রতিভা আল্লাহ প্রদত্ত এক মহা নে'মত। এ মহা নে'মতকে কবি বর লাবীদ (রাঃ) ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামী ভাবধারার আলোকে সাজিয়ে ইসলামের মহত্ত্ব, কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব, ধর্মীয় শিক্ষা ও উন্নত আদর্শকে বাণীবদ্ধ করেছেন তাঁর অভিজ্ঞতা নির্ভর প্রজ্ঞা আর পরিশীলিত আবেগময় ভাষার মাধ্যমে। কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামী ভাবধারাপুষ্ট কাব্য রচয়িতারা লাবীদ (রাঃ)-এর এ আদর্শ থেকে শিক্ষা নিবে, এটাই আমাদের একান্ত প্রত্যাশা।

২৮. যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী পৃঃ ৫৪; ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী পৃঃ ৮৫; প্রাচীন আরবী কবিতা পৃঃ ১২৮; জুরজী যায়দান, তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়াহ (কায়রোঃ দারুল হেলাল, ১৯৫৭ ইং), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২০; আহমাদ আল-হাশেমী, জাওয়াহিরুল আদাব (মিসরঃ আল-মাকতাবাতুত তিজারিয়াতুল কুবরা, ১৯৬০ খৃঃ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮৮।

হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হাফেয মাওলানা হুসাইন বিন সোহ্‌রাব কর্তৃক প্রণীত কুরআন ও সহীহ্ হাদীসের পূর্ণ দলীল-প্রমাণ সম্বলিত মূল্যবান গ্রন্থগুলো আজই সংগ্রহ করুন।

১। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (বড়).....১৪১/=
২। ফকীর ও মাযার থেকে সাবধান (সংক্ষিপ্ত).....৩১/=
৩। মাতা-পিতার প্রতি সদ্ব্যবহারের ফযীলত (অনুবাদ).....৫১/=
৪। সহীহ্ হাদীসের আলোকে ভিক্ষুক ও ভিক্ষা.....৫১/=
৫। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারীর পরিণতি.....৩১/=
৬। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য (১ম-২য় খণ্ড একত্রে).....৭৫/=
৭। স্বামী-স্ত্রীর মিলন তথ্য (৩য়-৪র্থ খণ্ড একত্রে).....৭৫/=
৮। পবিত্রতা অর্জন ও নামায আদায়ের পদ্ধতি.....৩১/=
৯। আল-মাদানী সহীহ্ নামায দু'আ ও হাদীসের আলোকে ঝাড়ফুঁকের চিকিৎসা.....৫৫/=
১০। আল-মাদানী সহীহ্ হজ্ব শিক্ষা.....৫১/=
১১। আল-মাদানী তাজবীদ শিক্ষা.....১৫/=
১২। বিষয় ভিত্তিক শানে নুযূল ও আল কুরআনে বর্ণিত মর্মান্তিক ঘটনাবলী.....৪১/=
১৩। মক্কার সেই ইয়াতীম ছেলেটি (সাঃ).....১৫১/=
১৪। কবীরা গুনার মর্মান্তিক পরিণতি.....১৭১/=
১৫। মানুষ বনাম মেয়ে মানুষ.....৫১/=
১৬। আদম ও নূহ (আঃ) সিরিজ নং ১ .....৪৫/=
১৭। হূদ, সালিহ্ ও লূত (আঃ) সিরিজ নং ২ .....৫১/=
১৮। ইব্রাহীম ও ইসমাঈল (আঃ) সিরিজ নং ৩ .....৫১/=
১৯। ইউসুফ ও ইউনুস (আঃ) সিরিজ নং ৪ .....৫১/=
২০। আইয়ুব ও মূসা (আঃ) সিরিজ নং ৫ .....৫১/=
২১। দাউদ, সুলাইমান, শামউন ও লুক্বমান (আঃ) সিরিজ নং ৬ .....৪৫/=
২২। মারইয়াম ও ঈসা (আঃ) সিরিজ নং ৭ .....৪৫/=
২৩। মুহাম্মাদ (সাঃ) সিরিজ নং ৮ .....৫১/=
২৪। প্রিয় নবীর কন্যাগণ (রাঃ).....৫১/=
২৫। রামাযানের সাধান.....৫১/=
২৬। তাফসীর আল-মাদানী (সহীহ্ হাদীসের আলোকে তাফসীর) ১ম থেকে ৫ম খণ্ড পর্যন্ত মোট মূল্য .....৮১৫/=

প্রাপ্তিস্থানঃ
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (১) ৩৮, বংশাল (নতুন রাস্তা), ঢাকা, ফোনঃ ৯৫৬৩১৫৫, ৭১১৪২৩৮
হুসাইন আল-মাদানী প্রকাশনী (২) ২৩৪/২, নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা কাঁটাবন মসজিদের পশ্চিমে
আল-আমীন এজেন্সী (৩) ১১১ স্টেডিয়াম, ঢাকা ফোন ঃ ৯৫৬০৩৫৯, ৯৫৫৫৫৮৮

http://islaminonesite.wordpress.com